প্রাথমিক শিক্ষার সংকট দূর করুন

২২৪ স্কুলের ১৫১টিতে নেই প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক
০২ আগস্ট ২০২৬, ১২:০০ এএম

একটি দেশের সার্বিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হয় তার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ভর করে। প্রাথমিক স্তরে যদি কোনো শিশু সঠিকভাবে পড়ার ও শেখার ভিত্তিটুকু তৈরি করতে না পারে, তবে পরবর্তী প্রতিটি ধাপে তাকে ধুঁকতে হয়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার ২২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান চিত্রটি আমাদের সে শঙ্কার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এক কথায় উদ্বেগজনক ও হতাশাজনক। উপজেলার ১৫১টি স্কুলেই নেই স্থায়ী প্রধান শিক্ষক; শূন্য রয়েছে আরও ৬৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ন্যূনতম ছয়জন শিক্ষক থাকার কথা, সেখানে মাত্র দুই-তিনজন শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এ যেন কেবল নিয়ম রক্ষার খাতিরে স্কুল খোলা রাখা, প্রকৃত পাঠদান এখানে বহু আগেই থমকে গেছে।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি হলেন প্রধান শিক্ষক। তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যখন একটি উপজেলার অর্ধেকেরও বেশি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে কোনো স্থায়ী নিয়োগ থাকে না, তখন ধরে নিতে হয় শিক্ষাব্যবস্থা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকারী সহকারী শিক্ষকদের সিংহভাগ সময় কেটে যায় দাপ্তরিক কাজ আর প্রশাসনিক ছোটাছুটিতে। ফলে তাদের পক্ষে নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান করা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, অন্য সহকর্মীদের ওপর ভারপ্রাপ্তদের প্রশাসনিক প্রভাবও ক্ষীণ হয়ে পড়ে, যা সার্বিক শৃঙ্খলা ও পাঠদানের মানকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। সংবাদে উঠে এসেছে, শাহজাদপুরের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজও ঠিকমতো বাংলা ও ইংরেজি রিডিং পড়তে পারে না; এটি একটি স্বাধীন ও সম্ভাবনাময় দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর চরম এক চপেটাঘাত।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, প্রশাসনিক এই পক্ষাঘাত কেবল বিদ্যালয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অবস্থাও সমান সংকটজনক। যেখানে শিক্ষক পদায়ন পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার কথা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের, সেখানে নয়জন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের জায়গায় কর্মরত আছেন মাত্র চারজন। এমনকি অফিসের প্রধান সহকারী ছাড়া অফিস সহকারী ও পিয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। যেখানে তদারকি প্রতিষ্ঠানটি নিজেই জনবলসংকটে হাঁসফাঁস করছে, সেখানে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যে অযত্ন-অবহেলায় ডুবে থাকবে, তা সহজেই অনুমেয়।

বিশেষ করে যমুনা নদীর তীরবর্তী এবং দুর্গম মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। শিক্ষাব্যবস্থার এই চরম ঘাটতির সুযোগে সেখানে গড়ে উঠছে স্থানীয় প্রভাব বিস্তার ও অনিয়মের সংস্কৃতি। শিক্ষা নিয়ে এই অবহেলা কোনো শুভ লক্ষণ নয়। বিশেষ করে শিক্ষকরা যখন দীর্ঘদিন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হন, তখন তাদের ভেতরেও এক ধরনের পেশাগত হতাশা সৃষ্টি হয়, যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে।

আমরা মনে করি, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের এই চিত্র কেবল একটি উপজেলার বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতের বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতার এক করুণ স্মারক। ৩৩ হাজারের বেশি কোমলমতি শিশুর ভবিষ্যৎ এভাবে অভিভাবকহীন ও শিক্ষকশূন্য স্কুলের চার দেয়ালে বন্দি থাকতে পারে না। এই

চরম সংকট থেকে উত্তরণে অবিলম্বে পদোন্নতিসংক্রান্ত আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতা দূর করে ১৫১টি প্রধান শিক্ষকের পদে স্থায়ী নিয়োগ প্রদান করতে হবে। একই সঙ্গে শূন্য থাকা সহকারী শিক্ষকের পদে পদায়ন সম্পন্ন করা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের জনবল পূরণ করে তদারকি জোরদার করা সময়ের দাবি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে উন্নত ও মেধাভিত্তিক জাতি গঠন কেবলই অলীক কল্পনা। শাহজাদপুরের শিশুদের অন্ধকার ভবিষ্যতের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে ঘুম ভাঙাতে হবে এবং দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।